ফ্রান্সিস ও নয়োমী কিশোর

দাম্পত্যে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা

DĀMPATYĒ SBĀMĪ-STRĪRA BHŪMIKĀ

The Role of Husband and Wife in marriage

©Bijoy Ministries

the information in this book is copyrighted by Francis and Nayomi Kisor

1st edition June 2025, Dhaka, Bangladesh

For more resources and information contract:

Phone: +88 01405338435 or *Email: bijoybangladesh@gmail.com*

bijoyministriesintl.org

ভিতরে যা আছে

লেখকদ্বয়ের পরিচিতি..4

ভূমিকা.. 5

একজন খ্রিষ্টিয়ান স্বামীর ভূমিকা.. 7

প্রথমত- তিনি একজন নেতা...9

দ্বিতীয়ত - তিনি একজন শ্রমিক 11

তৃতীয়ত–তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি...19

চতুর্থত – তিনি একজন শিক্ষার্থী 23

পঞ্চমত – স্ত্রীর সৌন্দর্য ও তার যত্ম নেবার প্রতি মনোযোগী ও প্রশংসা কারী.....28

একজন খ্রিষ্টিয়ান স্ত্রীর ভূমিকা 31

প্রথমত - একজন পূর্ণ অংশীদার, সৃষ্টির দায়িত্বে স্বামীর সহযাত্রী.....................33

দ্বিতীয়ত - স্বামীর সহকারী, মর্যাদার এক মহৎ আহ্বান 38

তৃতীয়ত - স্বামীর মাথার মুকুট..44

চতুর্থত - বশীভূত হওয়া, দাম্পত্য জীবনে আত্মসমর্পণের সৌন্দর্য 50

পঞ্চমত - ঘরের নির্মাতা/স্থপতি...60

উপসংহার.. 68

লেখকদ্বয়ের পরিচিতি

ফ্রান্সিস ও নয়োমী ২৩ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করছেন, ঈশ্বর তাদেরকে দুটি ছেলে দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তারা উভয়েই দাম্পত্যসম্পর্ক ও প্যারেন্টিং বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন বিশেষ করে চিলড্রেন বাইবেল মিনিষ্ট্রি (অকল্যাণ্ড-নিউজিল্যাণ্ড) ও ফ্যামিলি ডিসাইপলশীপ ইনষ্টিটিউটশন (সান এন্টনিও, টেক্সাস, ইউএসএ)

বিগত ১৫ বছর যাবৎ দাম্পত্য সম্পর্ক ও প্যারেন্টিং সম্পর্কে সেমিনার, প্রশিক্ষন ও কনফারেন্সে ফ্যাসিলিটেশন করে আসছেন। তারা যৌথ ভাবে রূপান্তরিত পিতৃ-মাতৃত্ব ও উদ্দেশ্য-প্রণোদীত দাম্পত্য সম্পর্ক, দাম্পত্যে ঘনিষ্ঠতার উন্নয়ন, দাম্পত্যে স্বামী-স্ত্রীর ভুমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বই ও প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি করেছেন।

ভূমিকা

বিবাহ—এটি শুধু সামাজিক চুক্তি নয়, এটি ঈশ্বরের স্থাপন করা এক পবিত্র প্রতিষ্ঠান। অনেকেই মনে করেন, বিবাহ মানে কেবল দুটি মানুষের মিলন, সুখের সন্ধান, বা সাংসারিক সুবিধার ভাগাভাগি। কিন্তু বাইবেল আমাদের দেখায় যে, বিবাহ হচ্ছে ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার অংশ। এটি তাঁর রাজ্যের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত এক সম্মিলিত যাত্রা। এই যাত্রায় স্বামী ও স্ত্রী কেবল জীবনসঙ্গী নয়, বরং ঈশ্বরের সহকর্মী।

বিশ্বব্যাপী আজ বিবাহের ধারণা তিনটি স্পষ্ট ধারায় বিভক্ত। যেমনটি Pastor Kingsley Okonkwo বলেছিলেন, **সাংস্কৃতিক বা প্রচলিত বিবাহ**, যেখানে পুরুষকে প্রধান করে নারীর অধিকার সীমিত করা হয়ে থাকে। **আধুনিক বা সমকালীন বিবাহ**, যেখানে পুরুষ ও নারী আলাদা আলাদা জীবনযাপন করে, যেন তারা ব্যবসায়িক অংশীদার মাত্র; এবং **ঈশ্বরের রাজ্যের বা খ্রীষ্টীয় বিবাহ**, যা ঈশ্বরের মূল নঁকশা অনুযায়ী গড়ে ওঠে—যেখানে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের উপর নির্ভরশীল, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এই বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল সুখী হওয়া নয়, বরং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণ করা।

Dr. Myles Munroe বলেন, একজন স্বামীর দায়িত্ব কেবল একজন পুরুষ হয়ে থাকা নয়। "Husband" শব্দের অর্থই হল "House-Bond"—ঘরকে একত্রে বাঁধার দায়িত্ব। স্বামী হলেন পরিবারের গ্লু, যিনি পরিবারকে আবদ্ধ রাখেন। তিনি প্রেসিডেন্ট, স্ত্রী হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সন্তানেরা হলেন বোর্ড মেম্বার। সফল পরিবার গড়ে তোলার জন্য এটি হতে হবে একটি সম্মিলিত প্রয়াস।

একজন খ্রিষ্টিয়ান স্ত্রীর জন্য, একজন ঈশ্বরভয়শীল স্বামী থাকা এক অপূর্ব আশীর্বাদ। কিন্তু যদি আপনার চারপাশে এমন কোনো পুরুষ না থাকে, যিনি

ঈশ্বরের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ, তবে আপনাকে সাহসের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে। ভুল পুরুষের সঙ্গে জীবন গড়ে তোলার চেয়ে একা থাকা অনেক বেশি গৌরবের। আর যদি আপনি ইতোমধ্যে বিবাহিত হয়ে থাকেন, এবং আপনার স্বামী অপূর্ণ ব্যক্তি হন, তবে আজই প্রার্থনা শুরু করুন এবং আপনার কৃতজ্ঞতার মনোভাবকে জাগিয়ে তুলুন—কারণ ঈশ্বর আপনার সহযাত্রী হিসেবে আপনাকে এই পুরুষটিকেই দিয়েছেন।

এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা এক অনন্য যাত্রায় বের হতে যাচ্ছি, যেখানে শিখবো একজন খ্রিষ্টিয়ান স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা, পারস্পরিক দায়িত্ব এবং কীভাবে আমরা একসঙ্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারি। এই শিক্ষায় আমরা দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি দিনকে ঈশ্বরের মহিমার জন্য কাজে লাগাতে শিখবো।

বিশ্বের অনেক দাম্পত্য সম্পর্ক আজ ভেঙে যাচ্ছে, সম্পর্কের গভীরতা হারিয়ে যাচ্ছে, ভালোবাসার স্থানে শূন্যতা জন্ম নিচ্ছে। কারণ মানুষ ভুল ভিত্তির উপর পরিবার নির্মাণ করছে। কিন্তু আপনি ও আমি ঈশ্বরের নকশা অনুসরণ করতে চাই।

প্রিয় পাঠক, আপনি যদি স্ত্রী হন, তবে একজন খ্রিষ্টিয়ান স্ত্রীর দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালনের জন্য এই বইটি আপনাকে শক্তি জোগাবে। আপনি যদি স্বামী হন, তবে এটি আপনাকে মনে করিয়ে দেবে, আপনার পরিবারের জন্য আপনি কতটা অপরিহার্য। যদি আপনি এখনও বিবাহিত না হন, তবে এটি আপনাকে প্রস্তুত করবে ঈশ্বর-প্রদত্ত সঠিক সম্পর্কের জন্য।

আপনি একা নন। ঈশ্বর আমাদের শক্তি, সহায় এবং পথনির্দেশক। আসুন, আমরা একসঙ্গে শিখি, বেড়ে উঠি এবং ঈশ্বরের দেওয়া উদ্দেশ্য পূরণে ভুমিকা রাখি।

একজন

খ্রিষ্টিয়ান

স্বামীর ভূমিকা

যিশু যেভাবে মণ্ডলীকে ভালোবেসেছিলেন, সেভাবে ভালোবাসা ও নেতৃত্ব দেওয়া

এই পৃথিবীতে একজন নারীর জীবনে একজন ঈশ্বরভয়শীল স্বামীর উপস্থিতি এক অপূর্ব আশীর্বাদ। যদি আপনি একজন স্ত্রী হয়ে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে অনুরোধ করব—এই অংশটি পড়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন, "এই গুণগুলো কি আমার স্বামীর মধ্যে আছে?" যদি উত্তর হয় “না”, তবে এই গুণগুলোর জন্য প্রার্থনা শুরু করুন। ঈশ্বর আপনাকে অপেক্ষার আহ্বান করতে পারেন—সেই পুরুষের জন্য, যিনি ঈশ্বরের মনের মতো। আর যদি আপনি এখনো অবিবাহিত হয়ে থাকেন এবং এমন একজন পুরুষকে দেখেন, যার মধ্যে এই গুণগুলো নেই, তবে সাহস নিয়ে অপেক্ষা করুন। ভুল পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনে জড়ানোর চেয়ে একা থাকা অনেক গৌরবময়।

আর যদি আপনি ইতিমধ্যেই একটি সম্পর্কে জড়িয়েছেন, যেখানে পুরুষটি দায়িত্বহীন, আত্মকেন্দ্রিক ও পরনির্ভরশীল তবে আজকেই সেই সম্পর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার দিন হতে পারে। একটি ঈশ্বর-প্রদত্ত সম্পর্ক কখনোই অপমান ও অবহেলার মধ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে না।

আপনি যদি ইতিমধ্যে বিবাহিত তবে জানবেন—আপনার স্বামী সেই পুরুষ, যিনি আপনার জীবনসঙ্গী এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত পুরুষ। তাই আজকের দিনটা হোক কৃতজ্ঞতার দিন। তার দিকে তাকিয়ে বলুন, "আমি তোমার জন্য গর্বিত!" তাকে জড়িয়ে ধরুন, আদর করে চুমু দিন, এবং স্মরণ করিয়ে দিন—"তুমি আমার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া উপহার।"

একবার একজন মানুষ কবরস্থানে একটি সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, “তুমি কেন মারা গেলে?” পাশ থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, “উনি কি আপনার স্ত্রী?” তিনি বললেন, “না, উনি আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামী!”

এখন আমরা আলোচনা করবো সেই পাঁচটি গুণ বা ভূমিকা, যা একজন খ্রিষ্টিয়ান স্বামীর জীবনে থাকা উচিত। এই ভূমিকাগুলো শুধু বাইবেলের আদর্শ নয়, একজন নারীর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাও।

প্রথমত
তিনি একজন নেতা

১ করিন্থীয় ১১:৩–লেখা আছে: “

কিন্তু আমি চাই তোমরা জানো, পুরুষের মস্তক খ্রিষ্ট, নারীর মস্তক পুরুষ, আর খ্রিষ্টের মস্তক ঈশ্বর।”

এই পদটি আমাদের শেখায়—পরিপাটি কর্তৃত্বের একটি ঈশ্বর-নির্ধারিত কাঠামো রয়েছে। নেতৃত্ব মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। একজন ঈশ্বর ভয়শীল স্বামী কর্তৃত্বের নামে স্ত্রীর উপর জোর খাটান না, তাকে ছোট করেন না, তাকে ভয় দেখিয়ে দমন করেন না। একজন স্বামী নেতা, কিন্তু প্রভু নন। তিনি শাসক নন, বরং একজন সেবক। বরং, তিনি খ্রিষ্টের মত করে নেতৃত্ব দেন—সেবার মাধ্যমে। একে বলা হয়— সেবক নেতা।

একজন প্রকৃত নেতা কেবল কথা বলেন না, কাজ করেন। তিনি দায়িত্ব নেন, সিদ্ধান্তে এগিয়ে আসেন, এবং পরিবারকে আত্মিক, মানসিক ও দৈনন্দিন জীবনে নিরাপদ রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

যিশু তাঁর মণ্ডলীকে ভালোবেসে যেমন নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন, তেমনি একজন স্বামীকেও তাঁর পরিবারকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা ও সেবা করতে বলা হয়েছে (ইফি ৫:২৫)। প্রকৃত নেতৃত্ব মানে কেবল আদেশ দেওয়া নয়, বরং দৃষ্টান্ত স্থাপন করা—সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া এবং সবার আগে দায়িত্ব গ্রহণ করা।

সেবক নেতার পাঁচটি গুণ:

১. **উদ্যোগ নেওয়া** – বিয়ে করা মানে দায়িত্বে এগিয়ে আসা। বাইবেল বলে, একজন পুরুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে তার স্ত্রীর সাথে যুক্ত হবে (আদি ২:২৪)। এতে স্পষ্ট—পুরুষই উদ্যোগী হয়। আজকের সমাজে অনেক পুরুষ নিস্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। তারা আর সিদ্ধান্ত নেন না, দায়িত্ব নেন না। কিন্তু একজন খ্রিষ্টিয়ান স্বামী উদ্যোগী হন।

২. **পরিবারকে আত্মিকভাবে পরিচালনা করা** – তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়মিত প্রার্থনা করেন, ঈশ্বরের বাক্যে পথ প্রদর্শন করেন।

৩. **সুরক্ষা দেওয়া** – একজন স্বামী শুধু বাহ্যিক শত্রু থেকে নয়, মানসিক ও আত্মিক বিপদের হাত থেকেও তার স্ত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।

৪. **ভবিষ্যতের জন্য দিক নির্দেশনা দেওয়া** – একজন স্বামী ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দেন। তিনি পরিবারের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক পথরেখা তৈরি করেন।

৫. **ভুল হলে দুঃখ প্রকাশ ও সংশোধন করা** – নেতা মানেই পারফেক্ট হওয়া নয়। একজন প্রকৃত নেতা নিজেকে সংশোধন করেন, ক্ষমা চান এবং পরিপক্ক হয়ে উঠতে উন্নতি করতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত
তিনি একজন শ্রমিক

তিনি নেতা কিন্তু শ্রমিক নেতা।

আদি ২:১৫ এ লেখা আছে, "সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটিকে নিয়ে এদোন বাগানে রাখলেন যাতে তিনি তাতে চাষ করতে পারেন ও তার দেখাশোনা করতে পারেন।”

বাইবেল বলে, ঈশ্বর পুরুষকে বাগানে রেখেছিলেন এবং তার দায়িত্ব ছিল সেটি রক্ষা ও দেখাশোনা করা। অর্থাৎ, ঈশ্বর পুরুষকে তৈরি করেছিলেন (পতনের আগে) এবং ঈশ্বর একটি ছয় দিনের কর্ম সপ্তাহ স্থাপন করেছিলেন। বাইবেলে পাঁচ দিনের কর্ম সপ্তাহের কথা বলা হয়নি। আমি বলছি না যে এটি খারাপ, তবে এটি বাইবেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাইবেলে, কর্ম সপ্তাহটি ছয় দিনের।

আপনাকে কাজ করতে হবে এবং মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হবে। কাজ কোন ভাবেই পতনের পরের বিষয় নয়, এটি ঈশ্বরের মূল পরিকল্পনার অংশ। ঈশ্বর আপনাকে তৈরি করেছেন, আপনি পৃথিবীতে বিশ্রাম নেয়ার জন্য নন। তিনি আপনাকে কিছু তৈরি করতে তৈরি করেছেন। আমরা স্বর্গে ভেসে বেড়াতে গিয়ে সবসময় বীণা বাজাতে এবং গান গাইতে থাকব না। সেখানে আমরা কাজ করব, সবকিছু পরিচালনা করব, এবং রাজত্ব করব। ঈশ্বর শুধু একটি মূর্তি নন।

যিশু বলেছেন, "আমার পিতা কাজ করছেন, এবং আমি কাজ করছি।"

আপনার ঈশ্বর একটি কর্মশীল ঈশ্বর, এবং তিনি আমাদের কাজ করার জন্য তৈরি করেছেন। তিনি মানুষকে বাগানে রেখে কাজ করতে

বলেছিলেন। আমরা জানি যে কাজ অভিশপ্ত হয়েছিল, তবে এখনও আমাদের তা করতে হবে।

নতুন নিয়মে পৌল পুরুষদের উদ্দেশে লিখেছেন। ১ তিমথীয় ৫:৮ এ তিনি তিমথীকে বলেন,

" কেউ যদি তার আত্মীয়স্বজনের, বিশেষত পরিবারের আপনজনদের ভরণ-পোষণ না করে, সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে এবং অবিশ্বাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে।"

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটেও আমরা এমন অনেক তরুণ বা মধ্যবয়সী পুরুষকে দেখি, যারা কাজের জন্য সক্ষম হলেও কাজ বেছে নেয় না। তারা হয়তো পরিবারের টাকায় চলে, প্রবাসে থাকা ভাইয়ের পাঠানো টাকায় চলে, অথবা কোন না কোন ষ্টাইপেন এর উপর নির্ভর করে বসে থাকে। তারা বড় হয়েছে, কিন্তু এখনো পুরুষ হয়ে ওঠেনি।

ছেলে হিসাবে বড় হওয়া মানে হলো—মা-বাবা আপনার দায়িত্ব বা যত্ন নেবেন। কিন্তু পুরুষ হওয়া মানে হলো—আপনি নিজের দায়িত্ব নিজে নেবেন। আপনি কেবল নিজের জন্য না, আপনার স্ত্রী ও সন্তানের জন্যও দায়িত্বশীল হবেন। যখন আপনি পরিশ্রম করেন, আয়ের পথ খোঁজেন, পরিবারকে নিরাপত্তা দেন, তখনই আপনি সত্যিকার অর্থে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হয়ে উঠেন।

আজকে আমাদের এমন পুরুষ দরকার যারা শুধু বয়সে নয়, মন-মানসিকতায়ও প্রাপ্তবয়স্ক—যারা দায়িত্ব নেন, অলস নন, যারা নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন।

আজকাল অনেক অলস পুরুষ আছেন যারা কাজ করতে চান না। কিছু পুরুষ খুব বেশি আত্মিক হয়ে বলেন, **"ঈশ্বর আমাকে মিনিস্ট্রি করতে**